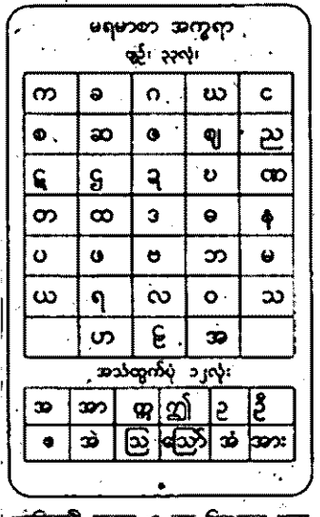

আদিবাসী মারমা ও বম শিশুদের জন্য রচিত পাঠ্য বইয়ের প্রচ্ছদ (ওপরে), তাদের নিজস্ব বর্ণমালা

শিখবে ওরা নিজের ভাষায়

বান্দরবান সংবাদদাতা

মাতৃভাষায় লেখাপড়ার সুযোগ পেতে যাচ্ছে বান্দরবানের মারমা ও বম আদিবাসী শিশুরা। প্রচলিত বাংলা ভাষায় রচিত বইপুস্তক পড়ার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে নিজের পরিচিত হরফে তারা শিখবে স্কুলের প্রথম পাঠ। জাতীয় পাঠ্যক্রম অনুসরণে আদিবাসী মারমা ও বম সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য নিজস্ব ভাষায় প্রাইমারি স্কুলের বই রচনা করা হয়েছে।

নিজস্ব ভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তক পেয়ে গত সাড়ে তিন বছরে নীরবেই বিপ্লব ঘটে গেছে ম্রো আদিবাসী শিশুদের জীবনে। সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া এ সম্প্রদায়ের শিশুরা এখন নিজেদের ভাষায় রচিত বই থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে সাহিত্য, গণিত, সমাজ, বিজ্ঞান ও ইংরেজি বিষয়ে। জাতীয় পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি ম্রো ভাষায় লেখাপড়া করতে পেরে শিশুরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি স্কুলমুখী।

শহর থেকে অনেক দূরে বান্দরবানের প্রত্যন্ত পাহাড়ি জনপদগুলোতে বসবাসকারী ১১টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। ভাষাজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণে তাদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়নি কখনোই। অভিভাবকরাও বাংলা ভালো না বোঝায় বাড়িতে শিশুদের লেখাপড়া করানোর পরিবেশ ছিল না। তাই সব মিলিয়ে শিক্ষার হারও ছিল নিম্নগামী। দু'দশক আগেও পার্বত্য চট্টগ্রামের তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ম্রো আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোনো বর্ণমালা ছিল না। ছিল না সুনির্দিষ্ট কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস। শিক্ষিতের হার ছিল এক শতাংশেরও কম।

১৯৮৫ সালে বান্দরবানের চিম্বুক এলাকার মেনলে ম্রো নামে এক ব্যক্তি ম্রো সম্প্রদায়ের জন্য ম্রো বর্ণমালা তৈরি ও ক্রামা নামক এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই তার প্রবর্তিত ম্রো বর্ণমালা ও ক্রামা ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারের ম্রো অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে।

বর্ণমালা প্রবর্তনের ১৯ বছর পর ২০০৪ সালে ম্রোচা ক্ষেত (ম্রো বর্ণমালা উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কমিটি) নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ম্রো ভাষায় প্রাইমারি স্কুলের বই প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। বই ছাপার কাজে আর্থিক সাহায্য দিতে এগিয়ে আসে বেসরকারি সংস্থা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র। গড়ে তোলা হয় গণপাঠশালা।

বর্তমানে বান্দরবান পার্বত্য জেলা সদরের ৩০টি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ম্রো ভাষায় লেখাপড়া করছে শিশুরা। একই সঙ্গে আলীকদম উপজেলায় আরো ৩০টি স্কুল চালুর জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজ শেষ হয়েছে। চলছে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের কাজও।

অন্যদিকে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের উদ্যোগে মারমা ও বম আদিবাসী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের কাজ করেছে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট। টিবেটো-বার্মান গোত্রভুক্ত মারমা হরফে রচনা করা হয়েছে মারমা ভাষার পাঠ্যপুস্তকটি। বম আদিবাসী ভাষার নিজস্ব কোনো লিখিত রূপ না থাকায় তারা লেখার ক্ষেত্রে ইংলিশ হরফ ব্যবহার করে থাকে। তাই বম ভাষার পাঠ্যপুস্তকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ইংলিশ হরফ। বই ছাপার কাজে আর্থিক সাহায্য নিয়ে এখানেও এগিয়ে এসেছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র।

প্রাথমিক পর্যায়ে মারমা ও বম ভাষায় প্রথম শ্রেণীর জন্য সাহিত্য বিষয়ে দুটি বই ছাপা হয়েছে। সোমবার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী বান্দরবান সফরকালে টিসিআই অডিটরিয়ামে বইগুলোর মোড়ক উন্মোচন করবেন বলে জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেছে। এ মাসেই প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলের শিশুদের হাতে বইগুলো তুলে দেয়া হবে বলে জানায় সূত্রটি।

'মারমা ফাইতচা আকোয়াইচা : পাথামা দাইং' (আমার মারমা ভাষা শিক্ষার বই : প্রথম ভাগ) এবং 'কা বম লাসুইবু : পল খাত' (আমার বম ভাষা শিক্ষার বই : প্রথম ভাগ) শিরোনামে এ বই দুটি জাতীয় পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জীবনধারার আদলে রচনা করা হয়েছে। তবে জাতীয় সঙ্গীত, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনের মতো জাতীয় বিষয়গুলো রাখা হয়েছে অপরিবর্তিত।

পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিশুরা মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করতে পারলে শিক্ষার হার অনেক বেড়ে যাবে এবং জাতীয় উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে, এমন ধারণা অনেকেরই।

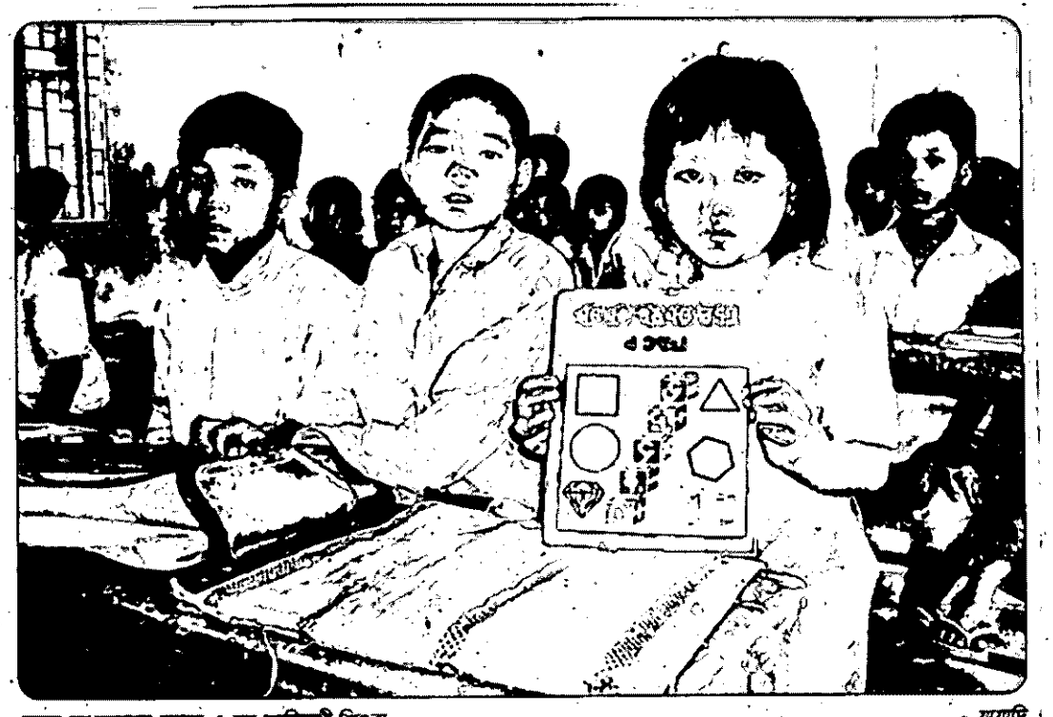

ক্লাসে অধ্যয়নরত মারমা ও বম আদিবাসী শিশুরা — যাযাদি

যায়যায়দিন
তারিখ 19 AUG 2007
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ২